বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১

Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

স্মারক নং-৩৭.১৬.০০০০.০০৯.১৬.০০২.১৯-৩২৬ তারিখঃ ২২ মে ২০১৯খ্রিঃ

বিষয়ঃ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিত আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।

সূত্রঃ ১) স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৩.৯৯.০৩৬.১৮-২৮৭; তারিখঃ ১৬ মে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
২) স্মারক নং- ৩২.০০.০০০০.০৩৭.০৫.০২৬.১৭.৮৯; তারিখঃ ০৮ মে ২০১৯ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিত আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছেঃ

৫.১ যৌন হয়রানিসহ নারী ও শিশুর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা প্রতিরোধে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

৫.২ প্রতিটি মাদ্রাসায় একজন নারী শিক্ষককে মেন্টর হিসেবে নিযুক্ত করে মাদ্রাসার ছাত্রীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন এবং পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি করতে হবে।

৫.৬ পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়গুলো পর্যালোচনা; মাদ্রাসার ছেলে-মেয়েদের প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি; এবং মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক ও পরিচ্ছন্ন টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৭ নারী নির্যাতন এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধে যে সকল আইন, নীতিমালা ও হাইকোর্টের নির্দেশনা রয়েছে তা প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.১৪ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ন্যাশনাল টোল ফ্রি হেল্পলাইন ১০৯ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবগত করতে হবে।

বর্ণিত অবস্থায়, উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন দেশের সকল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ/সুপার ও পরিচালনা কমিটির (গভার্ণিং বডি/ম্যানেজিং কমিটি/এডহক কমিটি) সভাপতিসহ সদস্যবৃন্দকে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

২২.০৫.১৯

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬১২৮৫৮
২২.০৫.১৯

প্রাপকঃ ১) সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ- গভার্ণিং বডি/ম্যানেজিং কমিটি/এডহক কমিটি;
২) অধ্যক্ষ/সুপার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন দেশের সকল মাদ্রাসা।

স্মারক নং-৩৭.১৬.০০০০.০০৯.১৬.০০২.১৯-৩২৬(৯) তারিখঃ ২২ মে ২০১৯খ্রিঃ

<u>সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপিঃ</u>

১. জেলা প্রশাসক, সকল।
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, সকল।
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল।
৫. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সকল।
৬. প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা। (তাকে পত্রটি বোর্ডের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৭. পি ও টু চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৮. পি এ টু রেজিস্ট্রার/পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/পরিদর্শক, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৯. অফিস কপি।

মোঃ মজিবুর রহমান
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬৭৪৮৭৪
২২.০৫.১৯

E:\G\Admin\Shujan\Ministry\2019\18-287

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
(সমন্বয় শাখা)
www.tmed.gov.bd

স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৪৩.৯৯.০৩৬.১৮-২৮৭

তারিখ: ০২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৬ মে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।

সূত্র: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩২.০০.০০০০.০৩৭.০৫.০২৬.১৭.৮৯, তারিখ: ০৮ মে, ২০১৯ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ১৮.০৪.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে অনুরোধ জানানো হয়েছেঃ

৫.১ যৌন হয়রানিসহ নারী ও শিশুর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা প্রতিরোধে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

৫.৫ প্রতিটি স্কুলে একজন নারী শিক্ষককে মেন্টর হিসেবে নিযুক্ত করে স্কুলের ছাত্রীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন এবং পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি করতে হবে।

৫.৬ পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়গুলো পর্যালোচনা; স্কুলে ছেলে-মেয়েদের প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি; এবং মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক ও পরিছন্ন টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৭ নারী নির্যাতন এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধে যে সকল আইন, নীতিমালা ও হাইকোর্টের নির্দেশনা রয়েছে তা স্ব-স্ব মন্ত্রণালয় হতে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.১২ তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে অবহিত করার জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থা ও চলমান প্রকল্পসমূহের জনসচেতনতা খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখতে হবে।

৫.১৩ সকল মন্ত্রণালয়, অধিনস্থ দপ্তর ও সংস্থা এবং প্রকল্পের ওয়েবসাইটে ন্যাশনাল টোল ফ্রি হেল্পলাইন ১০৯ প্রচার করতে হবে।

৫.১৪ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ন্যাশনাল টোল ফ্রি হেল্পলাইন ১০৯ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবগত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কারিগরি ও মাদ্রাসা স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানপূর্বক আগামী ২৫.০৫.২০১৯ তারিখের মধ্যে বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে।

(মোঃ হুমায়ুন কবীর)
সহকারী সচিব
মোবা: ০১৮১৭১১১৪৬৫৩
jstmed7@gmail.com

বিতরণ সদয় কার্যার্থে:
১। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, ৩৭/৩/এ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ২নং অরফানেজ রোড, বকশীবাজার, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য:
১। সচিবের একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিবের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উন্নয়ন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ),এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। অফিস কপি।

E:\All Letters-3.docx

গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশুবিষয়কমন্ত্রণালয়
শাখা- সেল
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ **নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয়কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) বাস্তবায়নে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।**

তারিখ ও সময় : ১৮/০৪/২০১৯খ্রিঃসকাল ১১:০০মিঃ
সভার স্থান : বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর সম্মেলন কক্ষ
সভাপতি : কামরুন নাহার, সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সভায় উপস্থিত সদস্যগনের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-ক

২। সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাদের স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু্ করেন। সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

৩। সভাপতি তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে বলেন যে, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘোষণা ও অঙ্গীকারের আলোকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে মূল সমন্বয়কারী মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। কর্মপরিকল্পনায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম উলেস্নখসহ দায়িত্বসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, নারী ও শিশুর প্রতি যৌন নির্যাতনসহ সকল প্রকার সহিংসতা বন্ধে এবং কর্মপরিকল্পনায় অর্ন্তভূক্ত কার্যক্রমসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাসত্মবায়নের লক্ষ্যে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহবান করা হয়েছে।

৪। নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের প্রকল্প পরিচালক ড. আবুল হোসেন নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সময়সীমা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার কার্যক্রমসমূহ পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন। তিনি যৌন হয়রানি প্রতিরোধে আদালতের বিভিন্ন নির্দেশনা যেমন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে অভিযোগ কমিটি গঠন, প্রতিটি থানায় ২৪ ঘন্টার জন্য নারী পুলিশ অফিসার নিয়োগ, ধর্ষণ এবং যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে ডিএনএ পরীক্ষা বাধ্যতামূলক এবং ৪৮ ঘন্টার মধ্যে নমুনা ডিএনএ ল্যাবরেটরীতে প্রেরণ, সকল ওয়েবসাইটে ন্যাশনাল টোল ফ্রি হেল্পলাইন ১০৯ প্রকাশ করা ইত্যাদি পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন। এছাড়াও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করেন। সভায় কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার দায়িত্ব বিভাজন করে উপস্থিত সদস্যদের নিকট বিতরণ করা হয়।

৫। মুক্ত আলোচনায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন যে, জেলা শহরে বিভিন্ন জায়গায় নির্যাতনের শিকার হলে কোথায় যোগাযোগ করা যাবে সেই ঠিকানা সম্বলিত বিলবোর্ড স্থাপন করতে হবে এবং গণমাধ্যমে নির্যাতনের ঘটনার যে বিবরণ দেয়া হয় তা জনগণের মাঝে অনেকসময় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তাই ভাষা ব্যবহারে যত্নবান হতে হবে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন যে, ঘটনার প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ভিকটিমের পরিচয় যথাসম্ভব গোপন রাখতে হবে। নির্যাতন সর্ম্পকিত সচেতনতা বৃদ্ধি করতে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে ব্যবহার করতে হবে। সমাজে পুরু্ষের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং আসামীর শাস্তি

নিশ্চিত করতে হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন যে, প্রতিটি স্কুলে শিশুদের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা জানার জন্য হেল্পলাইন নম্বর প্রদান করতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, সকল বিদ্যালয়কে ১০৯ সর্ম্পকে শিক্ষার্থীদেরকে জানানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। যৌন হয়রানি বন্ধে প্রতিটি স্কুলে একজন নারী শিক্ষককে মেন্টর বা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে নিযুক্ত করা প্রয়োজন। যৌন হয়রানির কারণ এবং করণীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করতে হবে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন যে, শিশুকাল হতেই পরিবারসহ বিদ্যালয়ে নারীদের সম্মান করা শেখাতে হবে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন যে, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির ভূমিকা কার্যকর করতে হবে। যৌন হয়রানি বন্ধে সকলের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমতামূলক আচরণ করতে হবে। এ বিষয়ে কাউন্সেলিং বৃদ্ধি করতে হবে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন যে, মামলা করার ক্ষেত্রে সঠিক ধারায় মামলা পরিচালনা করা প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তা ও উন্নত পরিবেশ নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন যে, যৌন হয়রানি প্রতিরোধে পাইলট ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের বিদ্যালয়ে/কলেজে শিক্ষার্থীদের কাউন্সেলিং এর জন্য প্রেরণ করতে হবে এবং ঘটনার ফলোআপ করতে হবে। কর্মজীবী নারীর সন্তানের সুরক্ষায় ডে কেয়ার সেন্টারের মান উন্নত করতে হবে। সচিবালয়ে নারী কর্মকর্তাদের সুবিধার্থে পৃথক লিফট এবং টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে।

সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, নির্যাতনকারীদের উপর গবেষণা পরিচালনা করা দরকার এবং তাদের কাউন্সেলিং দেয়াও জরুরী। জেলখানার কয়েদিদের উপর স্টাডি করার বিষয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা যেতে পারে। আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, দেশে আইনী কাঠামো যথেষ্ট শক্তিশালী। তথাপিও নির্যাতন কেন হচ্ছে সে বিষয়ে দৃষ্টি আরোপ করা জরুরী। কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত কাজের মধ্যে ইতোমধ্যে ২০১৮ সালে ৪১ টি নতুন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। নারী বিচারকদের আরও বেশী নারী বান্ধব ও শিশু বান্ধব করার জন্য তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। আদালতে নারীদের জন্য পৃথক অপেক্ষাগারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ধর্ষণের মামলার ক্ষেত্রে ক্যামেরা ট্রায়ালের ব্যবস্থা করতে হবে। সাইবার ক্রাইম ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা আরোও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে অনলাইন অপরাধকে গণ্য করা হয়েছে। তবে এই আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন যে, কোএডুকেশন স্কুলসমূহে মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সফল নারী ক্রীড়াবিদের সাফল্যগাঁথা তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রচার করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে নির্যাতন সম্পর্কিত সচেতনতার জন্য লিফলেট, স্টিকার বিতরণ করতে হবে। পুলিশ অফিসারদের জেন্ডার সংবেদনশীল করার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন যে, স্কুলের শিক্ষার্থীগণ ১০৯ সম্পর্কে অবগত আছে কিনা বিষয়টি শিক্ষকদের নিশ্চিত করতে হবে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে। সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, নারীদের সুরক্ষায় বাসে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করতে হবে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের আওতায় বিভিন্ন সরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

স্থাপিত ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারসমূহ ইতোমধ্যে দেশে-বিদেশে উত্তম চর্চা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ফলে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের অনুরূপ সমন্বিত সেবাসমূহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, নারীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় আনার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে । ইতোমধ্যে বাংলাদেশকে নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের জন্য রোল মডেল হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত বিশ্বে পরিনত করার জন্য নারী ও শিশু নির্যাতন শুন্যে নামিয়ে আনতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের সকলকে একযোগে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। তিনি যৌন নির্যাতনসহ সকল নির্যাতন প্রতিরোধে তাৎক্ষণিক এবং দীর্ঘমেয়াদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সকলকে অনুরোধ জানান।

৫। সার্বিকআলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৫.১ যৌন হয়রানিসহ নারী ও শিশুর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা প্রতিরোধে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার বৃদ্ধিকরতে হবে।

৫.২ ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের উদ্যোগে জেলখানায় অবস্থানরত নারী ও শিশু নির্যাতন সংশিষ্ট মামলার আসামী ও কয়েদিদের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদান এবং তাদের উপর গবেষণা পরিচালনা করতে হবে।

৫.৩ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কারিকুলামে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয় অর্ন্তভূক্ত করতে হবে।

৫.৪ স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগে স্ব-স্ব এলাকার মসজিদের খুৎবা এবং অন্যান্য ধর্মের পুরোহিতের মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকারের বিষয়ে প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে।

৫.৫ প্রতিটি স্কুলে একজন নারী শিক্ষককে মেন্টর হিসেবে নিযুক্ত করে স্কুলের ছাত্রীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সর্ম্পক স্থাপন এবং পারস্পরিক মিথস্ত্রিয়া বৃদ্ধি করতে হবে।

৫.৬ পাঠ্যপুস্তকে অর্ন্তভূক্ত জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়গুলো পর্যালোচনা;স্কুলে ছেলে-মেয়েদের প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি; এবং মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক ও পরিচ্ছন্ন টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৭ নারী নির্যাতন এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধে যে সকল আইন, নীতিমালা ও হাইকোর্টের নির্দেশনা রয়েছে তা স্ব-স্ব মন্ত্রণালয় হতে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৮ নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ সাইবার ট্রাইব্যুনাল এর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

৫.৯ নারী কর্মকর্তাদের জন্য সচিবালয়ের ৬ নং ভবনের একটি লিফট নির্দিষ্ট রাখা অথবা সকাল ৯:০০ টা থেকে ১০:০০টা পর্যমত্ম সময়ে একটি লিফট নির্দিষ্ট করে দেয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে

৫.১০ সন্তানের সুবিধার্থে স্বামী-স্ত্রীর কর্মস্থল একই জায়গায় বা নিকটে হওয়ার বিষয়ে বিদ্যমান নীতিমালা যথাসম্ভব অনুসরণ করতে হবে।

৫.১১ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটিসমূহ সক্রিয় করতে হবে।

৫.১২ তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে অবহিত করার জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থা ও চলমান প্রকল্পসমূহের জনসচেতনতা খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখতে হবে।

৫.১৩ সকল মন্ত্রণালয়, অধিনস্ত দপ্তর ও সংস্থা এবং প্রকল্পের ওয়েবসাইটে ন্যাশনাল টোল ফ্রি হেল্পলাইন ১০৯ প্রচার করতে হবে।

৫.১৪ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ন্যাশনাল টোল ফ্রি হেল্পলাইন ১০৯ সর্ম্পকে শিক্ষার্থীদেরকে অবগত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

৫.১৫ ন্যাশনাল সেন্টার অন জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স এর উদ্যোগে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার কারণ উদঘাটন এবং তা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনা করতে হবে।

৫.১৬ সরকারী ও বেসরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের অনুরূপ সমন্বিত সেবাসমূহ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৫.১৭ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় অর্ন্তভূক্ত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নপূর্বক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

৬. পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

২৩/৫/২০২৩

কামরুন নাহার

সচিব

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়